EMBASSY OF THE UNITED STATES OF AMERICA
PUBLIC AFFAIRS SECTION
TEL: 880-2-883-7150-4
FAX: 880-2-9881677, 9885688
E-MAIL: DhakaPA@state.gov
WEBSITE: http://dhaka.usembassy.gov

বাংলাদেশে যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত ড্যান মজীনার বক্তব্য

এডুকেশন ইউএসএ
প্রি-ডিপারচার ওরিয়েন্টেশন
বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্র
৬ই জুলাই, ২০১৩

আসসালামু আলাইকুম এবং শুভ সকাল।

সাহস .....

অনেক সাহস ... অজানা বিশাল আমেরিকায় পাড়ি দিতে অনেক সাহসের প্রয়োজন পড়ে। বিশ্বের চারদিকের অর্ধেক রাস্তা .. পরিবার, বন্ধুবান্ধব, পরিচিত থেকে অনেক দূরের একটি স্থান, এমনই একটি জায়গা যেখানে আপনারা কারো কাছে পরিচিত নাও হতে পারেন অথবা কতিপয় লোকজনের কাছে পরিচিত হতে পারেন ... যেখানে প্রত্যেকে কৌতুক করে কথা বলে, যেখানে সাংস্কৃতিক বৈচিত্র ভিন্ন, যেখানে আপনারা বিদেশী হিসেবে সংখ্যালঘু হয়ে পড়েন।

যুক্তরাষ্ট্রকে মুভি আর টিভি শো - তথা হলিউডের দেশ হিসেবে প্রত্যাশা করবেন না, এ নয় যে এটি একটি বাস্তবতার দেশ।

প্রকৃত যুক্তরাষ্ট্র, আপনারা যে যুক্তরাষ্ট্রের অভিজ্ঞতা অর্জন করবেন তা হচ্ছে দেশটির প্রতি প্রত্যেকটি বর্ণনা যা আপনারা চিন্তা করতে পারেন তাই কার্যকরঃ চোখ-ধাঁধানো সম্পদ, হতভাগ্য দারিদ্র্য, আধুনিকতার সর্বোৎকৃষ্ট পরিস্থিতি, অষ্টাদশ শতকের সংস্কৃতিতে পরিপূর্ণ, বৈচিত্র্য এবং সাদৃশ্য/গোঁড়ামি এবং জাতিগত সংস্কার, উন্মুক্ততা এবং বন্ধুভাবাপন্ন/সঙ্কীর্ণচিত্ততা এবং বিচ্ছিন্নতা, গভীর প্রতিভা এবং বুদ্ধিবৃত্তিক ঔৎসুক্য/পৃথিবী সম্পর্কে গভীর অজ্ঞতা (বাংলাদেশের রাজধানীর নাম জানে অথবা বাংলাদেশ কোথায় তা জানে এমন একজন আমেরিকানের সাথে সাক্ষাৎ হতে কতদিন লাগে তা জেনে রাখুন যিনি!) আমি আরো আরো বলতে পারি; তবে আমি মনে করি যে আমি আমার বিষয়টিকে এইখানে আনতে পেরেছি যে, ইংরেজী ভাষায় কতিপয় বিশেষণ আছে যেগুলো যুক্তরাষ্ট্রে ব্যবহার হয়না ... আমি জানি অবশ্যই কতিপয় বিশেষণ থাকা দরকার, তবে আমি কোনটার কথাই চিন্তা করতে পারিনা।

আমি খুশি যে আমার মা আজ এখানে আসতে পারেনি। তিনি ৯২ বছরে পা রেখেছেন এবং এখানে আমাদের সাথে যোগদান করার জন্য ভ্রমনে আসতে পারেননি। আমি খুশি; কেননা আমি আমার মায়ের জীবনের নিয়ম কানুনের একটি ভংগ করতে যাচ্চি: কখনই অপ্রত্যাশিত পরামর্শ প্রদান করবে না। তিনি খুশী হবেন না; তবে যেহেতু তিনি আইওয়াতে আছেন, এখানে এটা দেয়া যেতে পারে। আমি আপনাদের সাথে ঐ পরামর্শ ভাগাভাগি করছি যা আমি আমার নতুন স্টাফ সদস্যদের প্রত্যেককে দিয়ে থাকি যখন তারা যোগদানের পরপরই আমার সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করতে আসে। আমি যা বলে থাকি তা হচ্ছে: বাংলাদেশ যাই কিছু না কেন তাই গ্রহণ কর, এটা "ভাল" বা "মন্দ" তা বিচার করো না; বাংলাদেশকে "ভিন্ন" হিসেবে বিবেচনা করে একে গ্রহন কর এবং উপভোগ কর। আমি তাদের বলি বাংলাদেশের প্রাচুর্য উপভোগ কর, ঢাকা এবং সারা দেশটিকে পরীক্ষা কর সবার কাছে যাও এবং বাংলাদেশী লোকজনের সাথে সংযুক্ত কর, উৎসাহী হও, প্রশ্ন কর, বোঝার চেষ্টা কর, সশ্রদ্ধ হও। আমি এগুলোর কোন একটি আপনাদের কাছে প্রয়োগযোগ্য কিনা তা যাচাইয়ের জন্য বিষয়টি আপনাদের কাছে রাখছি।

আপনাদের শিক্ষার্থী বলা হয়, এবং, অবশ্যই, কেননা আপনারা স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রী নেয়ার জন্য যাচ্ছেন। তবে আপনারা আরো অনেক কিছু। আপনারা হলেন সেতু নির্মাতা, যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশের মধ্যকার বোঝাপড়ার সেতু নির্মাতা। আপনারা আমেরিকার নাগরিক এবং সারা বিশ্ব থেকে আগত সহপাঠিদের সাথে সম্পৃক্ত ও সংযুক্ত বিধায় আপনারা অনেক সেতু নির্মাণ করবেন। আর এসকল সেতুর উপরের ট্রাফিক উভয় পথেই যায়: আপনারা যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্কে জানবেন, তবে এটিও গুরুত্বপূর্ণ হলো আপনারা অন্যের কাছে বাংলাদেশকে, প্রকৃত বাংলাদেশকে তুলে ধরবেন যে বাংলাদেশ গৎবাঁধাকে ছাড়িয়ে, যে বাংলাদেশ তাজরীন ফ্যাশনস এর অগ্নিকান্ড অথবা রানা প্লাজা ভবন ধ্বসের দুঃস্বপ্নকে ছাড়িয়ে, অর্থনীতি নিয়মিতভাবে বাড়ছে এবং লাখ লাখ মানুষ দারিদ্রতা থেকে মুক্তি লাভ করছে বিধায় সেই বাংলাদেশ যা আশাবাদে পরিপূর্ণ, সেই বাংলাদেশ যা এক কৃষি বিপ্লব হাতে নিয়েছে এবং বিশ্বের সবচেয়ে ঘনবসতি যে দেশটি ইতিমধ্যে ধানে স্বয়ংসম্পূর্ণ করে তুলেছে, সেই বাংলাদেশ যা পরবর্তী এশিয়ান টাইগার হতে পারে/হওয়া উচিৎ ..আপনারা ধারণা করতে পারেন।

এসকল সেতু বিনির্মাণে বাংলাদেশী হিসেবে আপনাদের ব্যাপক সুবিধা রয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র দূতাবাসে কমরত সকল নতুন কর্মীদের যেমনটি আমি বলি-আমার জানামতে বাংলাদেশের লোকজন সবচেয়ে উন্মুক্ত মানষিকতার, বন্ধুভাবাপন্ন এবং সম্পৃক্ততায় বিশ্বাসী। আমি স্টাফদের বলি যে, তারা যদি পথের দশ শতাংশ যেতে ইচ্ছুক হয় তবে সংযোগ এবং বন্ধুত্ব গড়ে তুলতে বাংলাদেশীরা নব্বই শতাংশ এগিয়ে যাওয়ার ইচ্ছা পোষণ করবে। এই স্বাভাবিক বৈশিষ্ট আপনাদের ভাল রাখবে কেননা আপনারা অনেক সেতু তৈরি করেন।

আজকের দিনটি আমার জন্য সৌভাগ্যের দিন। আজকের সকালে আমি আপনাদের সাথে সাক্ষাৎ করতে পেরে নিজেকে ভাগ্যবান মনে করছি; কেননা আপনারা যুক্তরাষ্ট্রে শিক্ষার অভিজ্ঞতা অর্জন করার উদ্দেশ্যে যাওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন। আজ রাতে আমি কয়েক শত বাংলাদেশী এ্যালামনাইয়ের সাথে সাক্ষাৎ করব যারা কিছু দিন আগে যুক্তরাষ্ট্রে পড়াশুনা করেছেন এবং এখন ফিরে এসেছেন, বাংলাদেশকে একটি মধ্য আয়ের দেশ হিসেবে গড়ে তুলতে যুক্তরাষ্ট্রের শিক্ষা তাদের কর্মক্ষেত্রে প্রয়োগে ব্যস্ত রয়েছেন।

এখন থেকে দুই বছর, চার বছর, আরো বেশীও হতে পারে আপনারা বাংলাদেশে ফিরে আসবেন, আপনারা আমেরিকান অ্যালামনাই এ্যাসোসিয়েশন এর অংশ হবেন এবং নতুন বাংলাদেশ গড়ার কাজে ব্যস্ত, অত্যন্ত ব্যস্ত থাকবেন; এমনই এক বাংলাদেশ যেখানে পরিবারের সকলকে নিরাপদ আবাসন, পর্যাপ্ত পুষ্টিকর খাদ্য, ভাল স্বাস্থ্যসেবা এবং মানসম্পন্ন শিক্ষা প্রদানের সকল উপায় থাকবে। আপনারা যুক্তরাষ্ট্রে লেখাপড়া করবেন বলে কঠোর পরিশ্রম করুন, ঐ এক্সট্রা মাইলে নিজেকে ঠেলে দিন, যতটা পারেন শিখুন, যতটা পারেন আত্মস্ত করুন যাতে করে দেশে ফিরে আসার পর এই সুন্দর দেশ গড়ে তুলতে আপনারা সর্বোচচ অবদান রাখতে প্রস্তুত থাকেন।

আমার মত ইতিহাস, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, ইঞ্জিনিয়ারিং, ঔষধ বিজ্ঞান, কলা, ভাষা, বাণিজ্য, যে বিষয়েই পড়েন না কেন আমি প্রত্যাশা করি আপনার সবচেয়ে ভাল দক্ষতা, জ্ঞান, সৃষ্টিশীলতা, ঔৎসুক্য, সমস্যা সমাধানের সামর্থ্য নিয়ে দেশে ফিরে আসবেন। যাতে করে অন্যান্য অ্যালামনাইদের মত যাদের সাথে আর কয়েক ঘন্টার মধ্যে আমি সাক্ষাৎ করব, আপনারা সোনার বাংলা গড়ে তুলতে আপনাদের অংশ প্রদান করতে পারেন।

সব শেষে বিশ্বের কতিপয় সবচেয়ে ভাল এবং সবচেয়ে চাহিদাসম্পন্ন স্কুলে ভর্তি হতে আপনাদের সফলতার জন্য আমি স্বাগত জানাই। টেস্টের বাধাগুলোর মধ্যদিয়ে নিরবচ্ছিন্ন কাজ করে যাওয়ার এবং বিদ্যমান থাকায় আমি স্বাগত জানাই এবং উচ্চ শিক্ষার জন্য যুক্তরাষ্ট্রকে বেছে নেয়ার জন্য আমি আপনাদের স্বাগত ও ধন্যবাদ জানাই। আমি আশা করি আপনারা বুঝতে পারবেন যে আপনারা ভালটাই পছন্দ করেছিলেন। যুক্তরাষ্ট্রকে পছন্দ করে আপনারা আরো ৩০০০ বাংলাদেশীর সাথে যোগদান করবেন যারা ইতোমধ্যেই সেখানে পড়াশুনা করছেন। আমার লক্ষ্য হচ্ছে এই সংখ্যা দশগুন করা।

আজ আপনারা আমার সামনে বসে বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ এর প্রতিনিধিত্ব করছেন। যুক্তরাষ্ট্রে পড়াশুনা শেষে যখন আপনারা দেশে ফিরে আসবেন তখন আর দেশের ভবিষ্যৎ থাকবেন না, তখন বাংলাদেশের বর্তমান হয়ে যাবেন..তখন আপনারা বাংলাদেশের কারিগর হবেন..এই মহান দেশ, এই সুন্দর মানুষ, যাদের মর্যাদা সর্বোচ্চে, দায়িত্ব বহন করার দায়িত্ব আপনাদের কাধে বর্তাবে।

আমি আশা করি আপনারা কঠোর অধ্যায়ন করবেন, যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্কে শিখবেন..বাংলাদেশের বিষয়ে শিক্ষা প্রদানকরবেন এবং আমাদের এই দুই দেশের মধ্যে যত বেশী সম্ভব সেতু নির্মাণ করবেন।

==========

বক্তৃতার জন্য প্রস্তুতকৃত